ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 105 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৬১ ● কলকাতা ● ০৭ আশ্বিন, ১৪৩২ ● বুধবার ● ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 68

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

'স্ত্রী' এক শক্তি, অবশ্যই তুমি তাকে শক্তি মানো। 'স্ত্রী-তে গ্রহণ করার অপার শক্তি আছে। সে গ্রহণ করা শক্তি ঠিকমত বিকশিত করতে পারে, বিকশিত করে পূর্ণত্ব প্রদান করতে পারে। এইভাবে কেবল শারীরিক সংরচনা নয়, সে একে (শক্তিকে) সব দিকে, সব ক্ষেত্রে বিকশিত করতে পারে। পুরুষ আর স্ত্রী সমাজরূপী রথের দুই চাকা। এই দুজনকে ছাড়া সমাজ বিকশিত হতে পারে না, 'স্ত্রী'র মধ্যে শক্তির জ্ঞান স্ত্রীর পূর্বে পুরুষের হয়ে গিয়েছিল। শক্তির জন্য নিজেদের উপর (পুরুষের উপর) তাঁদের (স্ত্রীদের) উৎকর্ষ স্থাপিত না হয়ে যায়, এটা জেনে পুরুষ মানুষরা মহিলাদের দমিয়ে রাখতে শুরু করে আর আজ হাজার-হাজার বৎসর ধরে স্ত্রী-শক্তির দমন হচ্ছে আর অজান্তে সমাজে এক অসন্তুলন সৃষ্টি হচ্ছে।"

ক্রমশঃ

রেকর্ড বৃষ্টিতে অচল কলকাতা, বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ৭ মৃত্যুতে ক্ষোভ উগরে দিলেন মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাতভর টানা বৃষ্টিতে কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে কলকাতা। মাত্র ৫ ঘন্টার বৃষ্টিতে ২৫০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি হয়েছে শহরে। ১৯৭৮ সালের পর এত প্রবল বর্ষণ এই প্রথম। শহরের একাধিক এলাকা এখন কার্যত জলের নিচে। রাস্তাঘাট থেকে রেললাইন, এমনকি মেট্রো ট্র্যাকও ডুবে গিয়েছে।উল্লেখ্য, কলকাতায় বর্ষায় জল জমা নতুন কিছু নয়। কিন্তু সোমবার রাত থেকে টানা বৃষ্টিতে বিরল রেকর্ড গড়েছে কলকাতা। জলবন্দি শহরে মানুষ নাজেহাল। রাস্তায় বেরোলেই দুর্ঘটনার আশঙ্কা। উৎসবের মুখে কলকাতার এমন পরিস্থিতিতে চিন্তিত সকলেই। তাই মুখ্যমন্ত্রী পুজোর সময় প্রত্যেককে সতর্ক থাকতে বার্তা দিয়ে বলেছেন যে, 'কেউ ঝুঁকি নিয়ে বাড়ির বাইরে বেরবেন না।'

বাস, অটো কিংবা ব্যক্তিগত গাড়ি চলাচল কার্যত বন্ধ হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতেই খোলা বৈদ্যুতিক তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একে একে প্রাণ হারিয়েছেন ৭ জন। এই

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE • 24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

ফালাকাটায় বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ নেশার ট্যাবলেট সহ এক মহিলা গ্রেপ্তার,স্বামী পলাতক

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

দুর্গাপুজোর ক'দিন আগে ফালাকাটার পুলিশ প্রশাসন ফের সাফল্য পেল। মাদক কারবারেদ বিরুদ্ধে পুলিশ সব সময় সতর্ক। পুজোয় যাতে এক কারবার রোখা যায় এজন্য কড়া নজরদারি জারি রেখেছে পুলিশ। তাই গোপন সূত্রের ভিত্তিতে চালানো বিশেষ অভিযানে ফালাকাটা থানার পুলিশ বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ নেশার ট্যাবলেট সহ এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে। সোমবার ফালাকাটা থানার অন্তর্গত জটেশ্বর ফাঁড়ির ওসির নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল ধুলাগাঁওয়ের মুন্ডাপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে মমতাজ সুলতানা নামে এক মহিলাকে গ্রেফতার করে। ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, অভিযানে ওই মহিলার হেফাজত থেকে মোট ৩৩,৬০০ পিস 'পিভন স্পাস প্লাস' ক্যাপসুল উদ্ধার করা হয়, যা এনডিপিএস আইনের আওতাভুক্ত নিষিদ্ধ মাদক হিসেবে চিহ্নিত। অভিযানের সময় ফালাকাটার বিডিও অনিক রায় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং সম্পূর্ণ অভিযানটি ভিডিওগ্রাফির মাধ্যমে নথিভুক্ত করা হয়।ধৃত মমতাজ সুলতানার স্বামী মামিনুল ইসলাম ওরফে রাজু পলাতক, এবং তার খোঁজে তল্লাশি চলছে।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এনডিপিএস আইনের উপযুক্ত ধারায় উভয়ের বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু হয়েছে এবং তদন্ত চলছে।

পুলিশ সূত্রে আরও জানানো হয়েছে,এই মাদকচক্রের সঙ্গে আর কে বা কারা যুক্ত,তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী দল।

ফালাকাটায় এই ধরনের অভিযান পুলিশের মাদকবিরোধী পদক্ষেপকে আরও জোরদার করছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

ক্যানিংয়ে পরকীয়ার বলি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ক্যানিং মেছোভেরি এলাকা থেকে উদ্ধার হয়েছিল এক যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ। শামিম পৈলান নামে বছর ২৬-এর ওই যুবককে খুন করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেই খুনের কিনারা করল ক্যানিং থানার পুলিশ। ওই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক দম্পতিকে।

স্ত্রীকে দিয়ে শামিমকে ফোন করিয়ে ওই মেছোভেরিতে ডাকানো হয়েছিল বলে খবর। প্রেমিকার ফোন পেয়ে কোনও সন্দেহ করেননি শামিম। ওই যুবক সেখানে পৌঁছতেই তাঁর উপর হামলা চালানো হয়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথারি

এরপর ৪ পাতায়

এগিয়ে এল 'পুজোর ছুটি'!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রবিবার ষষ্ঠী। সেই সময় টানা ছুটি মিলছে। তবে তার আগেই দুয়ারে দুর্যোগ। রাতভর ভয়ঙ্কর বৃষ্টিতে রূপ বদলে গিয়েছে কলকাতার। কোথাও কোমর জল, কোথাও হাঁটু জল। একেবারে থমকে রয়েছে জনজীবন। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের আবহে এবার স্কুলে ছুটি ঘোষণা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতো বুধবার থেকেই ছুটি ঘোষণা স্কুল শিক্ষা দফতরের।কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে তাতে ভয়ঙ্কর হয়েছে পরিস্থিতি। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সাত সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বাড়ির বাইরে কেউই নিরাপদ নয়। এদিন যাতে সকলে বাড়িতেই থাকেন সেই অনুরোধ করেছেন মেয়র

ফায়ারহাদ হাকিম।দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির জেরে আগামিকাল ও পরশু অর্থাৎ বুধবার ও বৃহস্পতিবার স্কুল ছুটি থাকবে। আর এমনিতেই তারপর পুজোর ছুটি পড়ে যাচ্ছে। তাই বুধবার থেকেই রাজ্য জুড়ে স্কুলগুলিতে পুজোর ছুটি। সরকারি ও সরকারি অনুমোদিত স্কুলগুলির পাশাপাশি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও কাল থেকেই ছুটি।

কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও স্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বাড়ি থেকেই কাজকর্ম পরিচালনা করার কথা বলেছে রাজ্য। অর্থাৎ দ্বিতীয়া থেকেই এবার হিসেবমতো ছুটি পড়ে গেল। এমনিতে চতুর্থী থেকে রাজ্যের স্কুলগুলিতে ছুটি থাকে। এবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দু'দিন এগিয়ে এল।এদিন এক সংবাদমাধ্যমকে টেলিফোনে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মমতা বলেন, 'আমি শিক্ষাদপ্তরকে বলেছি, আজ থেকেই রাজ্যের স্কুলগুলোকে ছুটি ঘোষণা করে দিক। আর অন্যান্য স্কুল, যারা কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন, তারা তো আমাদের কথা শোনে না। তবু তাদের কাছে অনুরোধ, দু'দিন স্কুল ছুটি দিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হোক। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যদি ক্লাস করাতে হয়, তাহলে যেন অনলাইনে ক্লাস হয়।'

(১ম পাতার পর)

রেকর্ড বৃষ্টিতে অচল কলকাতা, বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ৭ মৃত্যুতে ক্ষোভ উগরে দিলেন মমতা

মৃত্যুর দায় সরাসরি সিইএসসি-র উপর চাপালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্প্রতি এই দুর্যোগের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'এই মৃত্যুর দায় সিইএসসি-কেই নিতে হবে। এখনই জরুরি ভিত্তিতে কর্মীদের নামিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিক। এখানে তারা ব্যবসা করছে, কিন্তু আধুনিকীকরণের কাজ করছে না। বলতে বলতে আমার মুখ ব্যথা হয়ে গিয়েছে।'মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, সিইএসসি-র গাফিলতিতেই এই ৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁর দাবি, সিইএসসি-র উচিত, প্রত্যেক মৃতের পরিবারের অন্তত একজনকে চাকরি দেওয়া।

শুধু দায় চাপিয়েই শান্ত হননি মুখ্যমন্ত্রী । এদিন জলমগ্ন পরিস্থিতিতে শহরবাসীকে সতর্ক থাকতে বলেছেন তিনি। মমতার অনুরোধ, খুব দরকার না হলে কেউ যেন বাড়ি থেকে বের না হন। পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বার্তা দিয়েছেন যে, কর্মীদের ছুটি কাটবেন না, মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ করুন। প্রয়োজনে 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' করার নির্দেশ দিন।

দিল্লিতে হিন্দু উৎসবে মধ্যরাত পর্যন্ত বাজবে মাইক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রামরাজ্য' বলে কথা! তাই দিল্লির বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত মঙ্গলবার হিন্দু উৎসব-অনুষ্ঠানে মাইক বাজানোর সময় বাড়িয়ে দিলেন। চলতি উৎসব মরশুমে রেখা গুপ্তর সরকার ঘোষণা করল, রামলীলা ও দুর্গাপুজোর যে কোনও অনুষ্ঠানে রাত ১২টা পর্যন্ত মাইক বাজানো যাবে। রেখা নিজেই বলেন, এতে রামরাজ্যের অনুপ্রেরণা প্রতিফলিত হবে।তবে নির্দেশে বলা আছে, উৎসব-অনুষ্ঠান উদ্যোক্তাদের আবাসিক এলাকায় নির্ধারিত শব্দদূষণ বিধি মেনে অর্থাৎ ৪৫ ডেসিবেলের মধ্যে মাইক বাজাতে হবে। এই বিধিকে স্বাগত জানিয়ে দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী মজিন্দর সিং সিরসা বলেন, রামলীলা কমিটির বহুদিনের দাবি ছিল এটাই। তবে এটাই প্রথম নয়। এর আগে ২০২৩ সালে অরবিন্দ কেজরিওয়াল নেতৃত্বাধীন আম আদমি পার্টির সরকারও মাইক বাজানোর বিধি ১২টা করেছিল।যার লক্ষ্য হল, কোনও হিন্দু উৎসব-অনুষ্ঠান যেন অবাঞ্ছিত বিধিনিষেধের মুখে না পড়ে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, আমি সবসময় দেখেছি, আমাদের হিন্দুদের উৎসবেই সবসময় বিধিনিষেধের বেড়ি পরানো হয়। নানান সংকট এসে উপস্থিত হয়। রামলীলা ও দুর্গাপুজো কিছুতেই রাত ১০টার ভিতর শেষ করা যায় না। গুজরাতে তো সারারাত ধরে ডান্ডিয়া নাচ চলে। অনেক রাজ্যেই সারারাত ধরে অনুষ্ঠান হয়। তাহলে দিল্লিবাসীকেই কেন রাত ১০টার মধ্যে চুপ করে যেতে হবে, হাসতে হাসতে প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা। তিনি বলেন, এ কারণেই রামলীলা, দুর্গাপুজোর মতো হিন্দু ধর্মীয় উৎসব রাত ১২টা পর্যন্ত চালানোর অনুমতি দিয়েছি আমরা। ওই সময় অবধি লাউডস্পিকার বাজানো যাবে দিল্লিতে। দিল্লি সরকার আগের নিয়ম রাত ১০টায় মাইক বন্ধ করার সময় বাড়িয়ে দিয়েছে। একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রামলীলা, দুর্গাপুজো, দশেরা বা এ ধরনের কোনও অনুষ্ঠানে রাত ১২টা পর্যন্ত মাইক বাজানো বা ঘোষণা চলতে পারবে। ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত এই বিধি থাকবে, যাতে স্বাক্ষর করে দিয়েছেন দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভি কে সাক্সেনা।

বিমানের ল্যান্ডিং গিয়ারে লুকিয়ে কাবুল থেকে দিল্লি পাড়ি কিশোরের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলাদেশ, পাকিস্তান থেকে ভুয়ো নামে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আসার খবর পাওয়া যায়। কিন্তু বিমানের ল্যান্ডিং গিয়ারে চেপে বিদেশ থেকে ভারতে আসার খবর আগে শুনেছেন? শুনে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। কাবুল থেকে বিমানের ল্যান্ডিং গিয়ার কম্পার্টমেন্টে লুকিয়ে দিল্লিতে এসে ধরা পড়েছে এক কিশোর।কিশোর বেরিয়ে আসার পর বিমানটিতে প্রথমে নিরাপত্তা তল্লাশি চালানো হয়। পরে ইঞ্জিনিয়াররা সেটিতে যান্ত্রিক ত্রুটি আছে কি না, তা পরীক্ষা করেন। পেছনের ল্যান্ডিং গিয়ার বক্সে একটি ছোট লাল রঙের অডিও স্পিকার পাওয়া যায়। কেবিন চাপমুক্ত রাখার ব্যবস্থা থাকলেও নিচের চাকা রাখার বাক্সে তেমন ব্যবস্থা থাকে না। তাই সেখানে কেউ থাকলে তার অক্সিজেনের অভাবে, প্রচণ্ড চাপে এবং ঠান্ডায় জমে মরে যাওয়ার কথা। ওই কিশোর সুস্থ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।

জানা গিয়েছে, ১৩ বছরের ওই কিশোর কাবুল থেকে বিমানে উঠেছিল। ২ ঘণ্টা ল্যান্ডিং গিয়ার কম্পার্টমেন্টে লুকিয়ে সফর করেছে সে। দিল্লিতে আসার পরেই ধরা পড়েছে। কাবুল থেকে কীভাবে বিমানের ল্যান্ডিং গিয়ারে চেপে এতদূর পেরিয়ে এল সেটাই প্রশ্ন। গত রবিবার কেএএম এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট আরকিউ-৪৪০১ দুই ঘণ্টায় কাবুল থেকে ভারতে আসে। সেই বিমানেই লুকিয়ে ছিল ওই কিশোর। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক (আইজিআই) বিমানবন্দরে ওই

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

মহাশক্তিদের টপকে এগিয়ে যাচ্ছে ভারত

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দুনিয়ায় একের পর এক চমক দেখাচ্ছে ভারত। মহাকাশ থেকে শুরু করে সামরিক প্রযুক্তি, প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারত এমন কিছু কাজ করে দেখাচ্ছে, যা দেখে রীতিমতো অবাক হয়ে যাচ্ছে তাবৎ দুনিয়া। এমনকি, আমেরিকা ও রাশিয়ার মতো মহাশক্তিধর দেশগুলোও ভারতের এই দ্রুত অগ্রগতিতে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে।ভারতের এই দ্রুত প্রযুক্তিগত উন্নতি কেবল দেশের সামরিক শক্তিই বাড়াচ্ছে না, বরং বিশ্বের রাজনৈতিক ও সামরিক ভারসাম্যকেও বদলে দিচ্ছে। আমেরিকা, রাশিয়া ও চীনের মতো দেশগুলো এখন বুঝতে পারছে, ভারত আর কেবল আঞ্চলিক শক্তি নয়, বরং একটি উদীয়মান পরাশক্তি। ভারতের এই উত্থান এই দেশগুলোর জন্য যেমন নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে, তেমনই নতুন নতুন অংশীদারত্বের দুয়ারও খুলে দিচ্ছে।

এককালে যে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো কে কেউ সেভাবে পাত্তা দিত না, আজ তারাই সাফল্যের নতুন নতুন রেকর্ড গড়ছে। চন্দ্রযান ও মঙ্গলযানের মতো যুগান্তকারী অভিযানের পর এখন একের পর এক অত্যাধুনিক উপগ্রহ মহাকাশে পাঠাচ্ছে ভারত। এই উপগ্রহগুলো শুধু যোগাযোগ বা আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যই দেয় না, বরং সামরিক গোয়েন্দাগিরি ও ডেটা সংগ্রহের ক্ষেত্রেও দারুণ কাজে আসছে। ইসরোর এই দুর্দান্ত পারফরম্যান্স আমেরিকা-র নাসার এবং রাশিয়ার-রসকসমস কে রীতিমতো চাপে ফেলে দিয়েছে।শুধু মহাকাশ নয়, সামরিক প্রযুক্তিতেও ভারত পিছিয়ে নেই। অতি-শব্দবেগী ক্ষেপণাস্ত্র বা হাইপারসনিক মিসাইল প্রযুক্তিতে ভারত ব্যাপক উন্নতি করেছে। এই মিসাইলগুলো শব্দের গতির চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি গতিতে ছুটতে পারে। এই প্রযুক্তি এখনকার সময়ে সামরিক সক্ষমতার অন্যতম সেরা মাপকাঠি। সম্প্রতি ভারত এই ধরনের ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে। এর মাধ্যমে আমেরিকা ও রাশিয়ার মতো দেশগুলোর সঙ্গে নিজেদের সমকক্ষ করে তুলেছে ভারত। পাশাপাশি, চীনের জন্যও এক বড় মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতের এই অগ্রগতি।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(একচল্লিশতম পর্ব)

এই বিপদে পড়ে কালীপ্রসাদ বাবু রামদুলাল সরকারের সাথে পরামর্শ করতে গেলেন। তিনি কায়স্থ সমাজের গন্যমান্য ব্যক্তি।

সরকার মশাই কালীপ্রসাদ দত্তকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন বৃদ্ধ সন্তোষ রায়ের কাছে। বরিষার সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের সন্তোষ রায় তৎকালীন কলকাতার হিন্দু সমাজের একজন প্রধান নেতা ছিলেন। রামদুলাল বাবুর মুখে সব ঘটনা শুনে, সন্তোষ রায় কালীপ্রসাদ বাবুকে অভয় দিয়ে জানালেন তিনি ব্রাহ্মণদল নিয়ে তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধে উপস্থিত থাকবেন। শ্রাদ্ধের দিন তিনি বড়িশা, সরশুনা, কালীঘাট প্রভৃতি

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

ক্যানিংয়ে পরকীয়ার বলি

কোপ মারা হয় বলে খবর। রক্তাক্ত অবস্থাতেও শামিম পালানোর চেষ্টা করেছিলেন। তখন মৃত্যু নিশ্চিত করতে সৌমেন সর্দার শ্বাসরোধ করে খুন করে বলে অভিযোগ। ঘটনার পরই স্বামী-স্ত্রী গা ঢাকা দিয়েছিলেন। ক্যানিং থানার পুলিশ মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে শেষপর্যন্ত তাঁদের গ্রেপ্তার করেছে। খুনে ব্যবহৃত অস্ত্রটি উদ্ধার হয়েছে বলে খবর। আজ, মঙ্গলবার ধৃতদের আলিপুর আদালতে তোলা হয়েছে।স্ত্রীর সঙ্গে ওই যুবক পরকীয়ায় জড়িয়ে গিয়েছিলেন! সেই কথা স্বামী জানতে পেরে স্ত্রীর মাধ্যমে ফোনে ওই যুবককে ডাকিয়েছিলেন বলে খবর। ওই যুবক এলে তাঁকে খুন করা হয় বলে অভিযোগ।

পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার সকালে ক্যানিংয়ের বৈতরণী এলাকার মেছোভেরিতে শামিম পৈলানের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। মৃতের বাড়ি উস্তি থানার সংগ্রামপুর এলাকায়। পুলিশ তদন্তে নেমে ক্যানিং এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হল সৌমেন সর্দার ও তাঁর স্ত্রী দেবী সর্দারকে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, শামিমের সঙ্গে মাস ছয়েক আগে দেবী সর্দারের সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। সেই সম্পর্কের কথা জেনে ফেলেছিলেন স্বামী। এরপরই সম্ভবত খুনের পরিকল্পনা করা হয়।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

যদি ও চার সহস্র বছর আগে পাণ্ডু রাজার ঢিবিতে পক্ষীমাতৃকার অধীনে থাকি, তাহলে আড়াই সহস্র বছর আগে আমরা সেখান থেকে গঙ্গারিডাই সভ্যতার মাতৃকাদের অধীনে এসেছি।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

কর্মক্ষেত্রে অমর্যাদা হলে নিজের জন্য উঠে দাঁড়ান

ঈশানী মল্লিক

কর্মক্ষেত্র একটি সামাজিক ও পেশাগত মঞ্চ, যেখানে মানুষ পারস্পরিক সম্পর্ক, নিয়ম, ধারণা, প্রত্যাশা ও কর্তৃত্বের পার্থক্যসহ কাজ করে। কখনও কখনও, কেউ আপনার সাথে অযথা খারাপ ব্যবহার করতে পারে, অপমান বা অবজ্ঞাসূচক কথা বলতে পারে, বা অনৈতিক আচরণ করতে পারে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে নিজেকে রক্ষা করা, মর্যাদা বজায় রাখা ও ন্যায্যতার দিক থেকে কাজ করা জরুরি।

গবেষণা বলছে,

১. Assertiveness ও সাধারণ ফলাফল:

"Assertive behaviour" মানে নিজের ভাবনা, অনুভূতি ও অধিকার স্পষ্টভাবে, সম্মানজনক উপায়ে প্রকাশ করা। গবেষণায় দেখা গেছে, যখন কর্মীরা তাদের সমস্যাগুলো নিরপেক্ষ ও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন, তখন তাদের আত্মসম্মান বৃদ্ধি পায়, কাজের সন্তুষ্টি বাড়ে এবং উৎপাদনশীলতা উন্নত হয়।

২. অপব্যবহার, হয়রানি ও বুলিং:

ওয়ার্কপ্লেসে বুলিং বা অপব্যবহারের ধরণ যেমন: অবমাননাকর কথা, অবদমন (verbal abuse), ক্ষমতার অপব্যবহার, মানসিক হয়রানি—এইগুলো কর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্যে খারাপ প্রভাব ফেলে।

৩. নৈতিক নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক সংস্কৃতি:

একটি প্রতিষ্ঠানে নেতাদের আচরণ ও নীতিমালা যদি নৈতিকভাবে উচ্চাঙ্গ হয়, তাহলে কর্মীদের বলিষ্ঠভাবে কথা বলার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কর্মসংস্কৃতি এবং নৈতিক নির্দেশিকা স্পষ্ট থাকলে, কেউ অন্যায় করলে তা চিহ্নিত করার ঘাটতি কমে।

৪. প্রতিক্রিয়ার ভয় এবং স্ব-প্রমাণ (self-esteem) ও সাইকোলজিকাল **এমপাওয়ারমেন্ট:**

অনেকেই অন্যায় হলে মুখ খুলতে ভয় পান—নেগেটিভ প্রতিক্রিয়া, চাকরিতে ক্ষতি, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদির আশঙ্কায়। তবে গবেষণায় দেখা গেছে, যারা স্ব-প্রমাণ ধরে রাখে, তাদের আত্মসম্মান ও "psychological empowerment" বাড়ে, কাজের পারফরম্যান্স ভালো হয়।

৫. দুর্ঘটনামূলক পরিস্থিতি ও রিপোর্টিং:

অনেকে লেখা-আঁকা রেকর্ড রাখেন না, অভিযোগ জানানোর ধারা অনুসরণ করেন না। গবেষণায় পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, অনৈতিক ব্যবহার বা হয়রানির ঘটনার লেখা সাক্ষ্য (emails, মেসেজ, সময়, দৃশ্যমান সাক্ষী) রাখা উচিত।

কী করণীয়

নিচে কিছু প্র্যাকটিক্যাল পরামর্শ দেওয়া হলো যা অনুসরণ করলে নিজেকে নিজের হাতিয়ার করে তোলা সম্ভব:

আত্মপরিচয় ও নিজের মূল্য বোঝা

আপনি কারও জন্য নির্ধারিত নয় যে তারা আপনার মর্যাদা কমিয়ে বলবে। নিজের দক্ষতা, কাজ ও অবদান বোঝা ও মেনে নেওয়া জরুরি।

চিন্তা-চেতন ও প্রস্তুতি

— আগে বিষয়টি ঠিকমতো ভাবুন: কী হয়েছে, কখন ও কোথায় হয়েছে, কে জড়িত, সাক্ষীরা কে।

— কী বলবেন, কোনভাবে বলবেন—মৃদু ও স্পষ্টভাবে, অপরের অনুভূতিও বিবেচনায় রাখা দরকার।

— আপনি কী চান: ক্ষমা, ব্যাখ্যা, আচরণ পরিবর্তন, লিখিত ঘোষণা, হেয়ারিং?

সম্মানজনক ও সক্রিয় যোগাযোগ (Assertive Communication)

— "আমি" ভাষার ব্যবহার ("আমি অনুভব করি...", "আমার মতে..."), অভিযোগ বা আক্রমণ নয়।

— সংলাপ চাওয়া, কথা বলার সময় চাওয়া (মিটিং, ব্যক্তিগত ও শান্ত পরিবেশে)।

— বিষয় বস্তুনিষ্ঠ রাখা: অনুভূতি ও বিষয়বস্তু মিশ্রিত না করা; অবমাননাকর কথার পরিবর্তে কাজ ও আচরণ নিয়ে আলোচনা।

লিখিত রেকর্ড রাখা

— ইমেইল, মেসেজ, নোট: সময় ও তারিখ সহ।

— সাক্ষীর কথা: যদি কেউ দেখেছে বা শুনেছে, তবে তাকে উল্লেখ করা যেতে পারে।

উচ্চতর কর্তৃপক্ষ (HR) বিভাগকে জানান

— বিষয়টি যদি পরিবর্তন না হয় বা সমস্যা বাড়ে, তাহলে অফিসিয়াল চ্যানেলে অভিযোগ করা উচিত।

— প্রমাণসহ এবং শান্তভাবে উপস্থাপন করা উচিত।

নিজেকে আইনগত এবং নৈতিক সীমার মধ্যে রাখা

— দেশের শ্রম আইন, প্রতিষ্ঠানের নীতি ও আচরণবিধি জানুন।

— কখনও উগ্র বা অশোভন আচরণ করা উচিত নয়।

মানসিক ও সামাজিক সমর্থন খোঁজা

— বিশ্বস্ত সহকর্মী, বন্ধু বা পরিবারকে বিষয়টি বলুন; কথা বললে বোঝাপড়া তৈরি হয়।

— প্রয়োজনে কাউন্সেলিং বা পেশাদার পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

কী করণীয় নয়:

নিজে কিছু কাজ যা মোটেও করা

এরপর ৬ পাতায়

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance [illegible] - 9735697689
Child Line - 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সস্তা মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
নির্ভীক সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

(৫ পাতার পর)

কর্মক্ষেত্রে অমর্যাদা হলে নিজের জন্য উঠে দাঁড়ান

উচিত নয়, কারণ তারা সমস্যা বাড়াতে পারে বা নিজেকে ক্ষতির মুখে ফেলতে পারে:

আক্রমণাত্মক হওয়া / গালি-গালাজ করা

— রাগে বা উত্তেজনায় কথা বলা, গালি দেওয়া।

অস্পষ্টভাবে কথা বলা বা ঘুরিয়ে সাজিয়ে বলা

— যেটি বলা উচিত, সেটি স্পষ্টভাবে বলুন।

অপমান বা হুমকি

— হুমকি দেয়া, ভয় দেখানো, কাউকে ভয়ভীতি দেখানো—এসব সবই পেশাগত ও নৈতিকভাবে ভুল।

কোনো তথ্য মিথ্যে বলা বা বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা

— প্রমাণ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সত্যিই যা হয়েছে তা রেকর্ড করা; মিথ্যাচার করলে বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে।

ইতিবাচক সম্পর্ক নষ্ট করা অবিবেচকভাবে

— সহকর্মী ও কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পর্ক পুরোদমে খারাপ করে ফেলা উচিত নয়; পেশাদার সীমা বজায় রেখে কাজ করা ভালো।

চুপ থাকা ও ভয় পেয়ে নিজেকে পীড়িত অবস্থায় রাখা

— নীরব থাকলে অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে; অনুভূতির অবিচারিত অবস্থা স্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর।

অবৈধ বা বৈধ নয় এমন পথে যাওয়া

— কেউ হয়রানি করলে আইনগত পথে যেতে পারেন, কিন্তু আইন লঙ্ঘন করা বা গোপনে প্রতিশোধ নেওয়া—এতে নিজেই প্রাণহানি বা পেশাগত ক্ষতি হতে পারে।

কর্মক্ষেত্রে আত্মরক্ষার একটা চেকলিস্ট দেওয়া হল:

ধাপ ১: নিজের অবস্থান বোঝা

কী ঘটেছে লিখে রাখুন (সময়, তারিখ, স্থান, কারা ছিল)।

আপনার অনুভূতি সঠিকভাবে চিহ্নিত করুন (অপমান, হতাশা, অন্যায় ইত্যাদি)।

ধাপ ২: শান্ত থাকা

গভীর শ্বাস নিন, সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত প্রতিক্রিয়া দেবেন না।

নিজের ভাষা সম্মানজনক রাখুন।

ধাপ ৩: স্পষ্টভাবে বলা (Assertive Communication)

"আমি" দিয়ে বাক্য শুরু করুন। যেমন: "আমি এতে অস্বস্তি বোধ করছি"।

সরাসরি কিন্তু ভদ্রভাবে বলুন—ঘুরিয়ে বা আক্রমণাত্মকভাবে নয়।

ধাপ ৪: প্রমাণ রাখা

ইমেইল/মেসেজ/নোট সংরক্ষণ করুন।

সাক্ষী থাকলে তাঁদের নাম লিখে রাখুন।

ধাপ ৫: অফিসিয়াল পদক্ষেপ

প্রথমে সরাসরি ব্যক্তিকে জানান।

কাজ না হলে H R / সুপারভাইজারকে লিখিতভাবে জানান।

প্রয়োজনে অভিযোগের অফিসিয়াল প্রক্রিয়া অনুসরণ করুন।

ধাপ ৬: মানসিক সমর্থন

বিশ্বস্ত সহকর্মী/বন্ধু/পরিবারের সাথে শেয়ার করুন।

কাউন্সেলিং বা বিশেষজ্ঞ সাহায্য নিন, যদি চাপ বেশি হয়।

এই তালিকাটা আপনি নিজের ডেস্কে/ডায়েরিতে রেখে প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারেন।

নিজেকে নিজের হাতিয়ার করে তোলার অর্থ হলো নিজের অধিকার, মর্যাদা ও আত্মসম্মান রক্ষার জন্য সচেতনভাবে, শান্তভাবে ও নৈতিকভাবে কাজ করা। এটি কোনও দ্বন্দ্ব নয়, বরং নিজের স্বার্থ ও মানসিক এবং পেশাগত সুস্থতার জন্য একটি নিরাপদ ও সংহত সিদ্ধান্ত।

(৩ পাতার পর)

বিমানের ল্যান্ডিং গিয়ারে লুকিয়ে কাবুল থেকে দিল্লি পাড়ি কিশোরের

বিমান নামার পরে বিষয়টি সামনে আসে।সূত্রের খবর, কাবুলের কন্দুজ শহরের বাসিন্দা ওই কিশোর। কাবুল বিমান বন্দরে লুকিয়ে ঢুকেছে সে। তারপরেই বিমানের পিছনের কেন্দ্রীয় ল্যান্ডিং গিয়ার বগিতে লুকিয়েছিল সে। বিমানবন্দরে বিমানটি নামার পরে সিকিউরিটি রুমে তাকে ঘোরাফেরা করতে দেখে বিমান সংস্থার কর্মীরা। তারপরেই তাকে আটকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। প্লেনের যাত্রা কেমন হয় জানতে কৌতুহলবশত বিমানে ঢুকে পড়েছিল সে। এরপরেই তাকে বিমানে করে আফগানিস্তানে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু কীভাবে একজন বিমানবন্দরে ঢুকে বিমানে উঠে পড়লেন, তাই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ট্রাম্পের নতুন ভিসা নীতিতে বিপাকে মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলো

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন ভিসা নীতিতে বিপাকে পড়তে চলেছে মার্কিন সংস্থাগুলি। বছরের শেষে তাদের ১৪শ' কোটি ডলার গুনতে হবে তাদের। এমনটাই দাবি করেছে ব্রিটিশ সংবাদপত্র ফিনান্সিয়াল টাইমস। এইচ-১বি ভিসা সংক্রান্ত নিয়মে বড় পরিবর্তন এনেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। জানানো হয়েছে, এখন থেকে এইচ-১বি ভিসার জন্য মার্কিন সংস্থাগুলির কাছ থেকে এক লাখ ডলার (এক কোটি টাকারও বেশি) নেওয়া হবে। রবিবার থেকে কার্যকর হয়েছে এই নতুন নিয়ম। ট্রাম্পের এই নীতি ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়েছে। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, যাঁদের ইতিমধ্যেই এইচ-১বি ভিসা রয়েছে, তাঁদের দেশে পুনঃপ্রবেশের ক্ষেত্রে কোনও টাকা দিতে হবে না। অর্থাৎ যেসব ভিসাধারী এই মুহূর্তে বাইরে রয়েছেন, ফের আমেরিকায় ঢুকতে কোনও টাকা দিতে হবে না তাঁদের। নিয়ম থাকবে আগের মতোই। তবে যাঁরা নতুন করে এইচ-১বি ভিসার জন্য আবেদন করবেন, তাদের জন্যই সংশ্লিষ্ট মার্কিন সংস্থা এক লক্ষ ডলার দেবে সরকারকে।

এইচ-১বি ভিসার বিরুদ্ধে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রধান অভিযোগ, এর জন্য মার্কিন নাগরিকেরা বঞ্চিত হচ্ছেন। বিদেশিদের কারণে চাকরি যাচ্ছে আমেরিকানদের। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, আমেরিকায় ২০০৩ সালে এইচ-১বি ভিসাধারী তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর সংখ্যা ছিল ৩২ শতাংশ। এখন তা বেড়ে ৬৫ শতাংশে পৌঁছেছে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে মার্কিন নাগরিকদের বেকারত্ব। এই সব পরিসংখ্যান খতিয়ে দেখেই নয়া সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে ট্রাম্প প্রশাসন। প্রতি বছর প্রচুর বিদেশি এইচ-১বি ভিসা নিয়ে আমেরিকার তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সংস্থায় কাজ করতে যান।

আমেরিকার অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন ট্রাম্পের এই নির্দেশনামার বৈধতা নিয়ে। আমেরিকান ইমিগ্রেশন কাউন্সিলের সিনিয়র আধিকারিক বলেছেন, এইচ-১বি ভিসার উপর এক লক্ষ ডলার চাপানোর আইনত কোনও অধিকারই নেই ট্রাম্পের। প্রক্রিয়াকরণের খরচ তোলার জন্য কিছুটা দাম তিনি বাড়াতে পারেন মাত্র। মার্কিন শিল্পমহলের একাংশের দাবি, নয়া ভিসানীতির বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই সুপ্রিম কোর্টে মামলা হবে। সেখানে নয়া নিয়মে স্থগিতাদেশ দিতে পারে শীর্ষ আদালত।

সিনেমার খবর

নেপালে সরকার পতনের পর হঠাৎ কেন আলোচনায় বলিউডের এই অভিনেত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে এক সময় রাজত্ব করা শীর্ষ অভিনেত্রী মালা সিনহা সম্প্রতি আবার আলোচনায় এসেছে নেপালের সরকার পতনের পর। ১৯৭৩ সালের এক বিতর্কিত বিমান ছিনতাই কাণ্ড ও তাঁর ক্যারিয়ারের এক বিতর্কিত মুহূর্তের কারণে মালার নাম পুনরায় উঠে এসেছে।

মালা সিনহার বিতর্কিত সময়

১৯৭৮ সালে ক্যারিয়ারের সোনালি সময়ে মালা সিনহার বাথরুম থেকে উদ্ধার হয়েছিল ১২ লাখ টাকা। সঠিক হিসাব দিতে না পারায় আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল তাঁকে। আদালতে মালা জানান, "সব টাকা দেহব্যবসা করে কামিয়েছি," যা ছিল তাঁর বাবা ও আইনজীবীর পরামর্শ অনুযায়ী বলা। শেষ পর্যন্ত তাঁকে মোটা অঙ্কের জরিমানা দিতে হয়েছিল।

নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রেক্ষাপট

নেপালের অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর সাবেক প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। সুশীলা কার্কির এই শপথের পর পুনরায় মালা সিনহার নাম আলোচনায় এসেছে। কারণ, বহু বছর আগে সুশীলার স্বামী দুর্গা প্রসাদ সুবেদি মালা সিনহাকে বহন করা বিমানের ছিনতাই করেছিলেন।

১৯৭৩ সালের বিমান ছিনতাই

১৯৭৩ সালের ১০ জুন বিরাটনগর থেকে কাঠমাণ্ডু যাওয়ার পথে রয়্যাল নেপাল এয়ারলাইনসের ১৯ আসনের টুইন অটার বিমানটি ছিনতাই হয়। বিমানে ছিলেন মালা সিনহা ও তাঁর স্বামী নেপালি অভিনেতা সি পি লোহানি। ককপিট দখল করেন নেপালি কংগ্রেসের তিন তরুণ কর্মী — দুর্গা প্রসাদ সুবেদি, নাগেন্দ্র ধুঙ্গেল, বসন্ত ভট্টরাই।

পরিকল্পনার নেপথ্যে ছিলেন পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী হওয়া গিরিজা প্রসাদ কৈরালা। বিমান থেকে নগদ ৩০ লাখ রুপি ছিনিয়ে নেয়া হয়। পরে টাকা ট্রাকে করে দার্জিলিংয়ে নেয়া হয়।

সুশীলা কার্কি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় (বিএইচইউ) পড়ার সময়ই দুর্গা সুবেদির সঙ্গে পরিচিত হন। এই অতীত আজকের নেপালের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

টাইগারকে নিয়ে সমালোচনার ঝড়, যা বললেন মা আয়েশা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

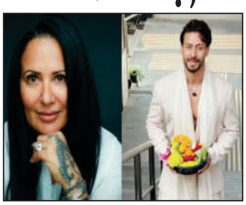

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যুগে নিস্তার নেই তারকাদেরও। সারাক্ষণ যেন আতশ কাঁচের তলায় থাকতে হয় তাদের। কী খাচ্ছেন কী পরছেন— তারকাদের প্রতি মুহূর্তের খবর যেমন জানতে চান অনুরাগীরা, তেমনই পান থেকে চুন খসলেই রক্ষে নেই। তেমনই ঘটল বলিউডের তারকা অভিনেতা টাইগার শ্রফের সঙ্গে।

সম্প্রতি 'বাগি ৪' ছবির মুক্তির আগে মুম্বাইয়ে বাবলুনাথ মন্দিরে পুজো দিতে যান টাইগার। তার পোশাক থেকে হাঁটাচলা— সব নিয়ে চলছে সমালোচনা। এ বার তাই ছেলের জন্য মুখ খুললেন মা আয়েশা শ্রফ।

মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে টাইগার নাকি ক্যামেরা নিয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি, টাইগারের পোশাক এমন ছিল যে সেখানেও নাকি নিজের চেস্ট বা বুক দেখিয়েছেন অভিনেতা!

আসলে অভিনেতার হাতে ছিল পুজোর সামগ্রী। পরনে ছিলে বুক খোলা কুর্তা ও সঙ্গে পাতিয়ালা প্যান্ট। তাই টাইগারের এই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই কেউ লেখেন, "এ সব তারকাসন্তানদের মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েও দেখনদারি!" কেউ লেখেন, "এখানেও বুক খোলা জামা পরতে হবে!" কেউ বলেন, "ঈশ্বর যেন ধন্য হল উনি মন্দিরে এসেছেন, তাও আবার সংবাদমাধ্যমকে সঙ্গে নিয়ে।"

ছেলেকে নিয়ে এ হেন সমালোচনা সহ্য করতে না পেরে যে পেজ থেকে টাইগারকে ক্রমাগত কটাক্ষ করা হচ্ছে সেখানকার মন্তব্য-বাক্সে গিয়ে আয়েশা লেখেন, "আপনি নিজের ব্যবহার ঠিক করুন। আমার ছেলেকে চেনেনও না, তাই মুখটা বন্ধ করুন।" যদিও এ ধরনের সমালোচনায় কখনওই কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি টাইগারের তরফে।

কিং সিনেমার শুটিং থামিয়ে যেকারণে দেশে ফিরছেন শাহরুখ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে 'কিং' সিনেমার শুটিং শুরু করেছিলেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খান। সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত সিনেমাটির শুটিং শুরু হয়েছিল পোল্যান্ডে। তবে হঠাৎ শুটিং বন্ধ করে দেশে ফিরছেন শাহরুখ।

জানা গেছে, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে জাতীয় পুরস্কার গ্রহণ করতেই শুটিং রেখে দেশে ফিরছেন শাহরুখ।

২০২৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'জাওয়ান' সিনেমার জন্য প্রথমবার জাতীয় পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছেন তিনি। তিন দশকের কর্মজীবনে প্রথমবার এমন স্বীকৃতি তার। এ নিয়ে শাহরুখের আবেগ থাকা স্বাভাবিক। একইভাবে অভিনেতার জাতীয় পুরস্কার নেওয়ার মুহূর্তের ছবি কিংবা ভিডিও দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন তার ভক্তরা।

এ কারণেই রাষ্ট্রপতির হাত থেকে সেই পুরস্কার গ্রহণ করার সুযোগ তিনি হাতছাড়া করতে চাননি। আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে ভারতের ৭১তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠান হওয়ার কথা। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই শুটিংয়ের মাঝপথে ফিরে আসতে হচ্ছে শাহরুখকে।

ম্যানইউর দুঃখ ভুলে ভিলায় দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন মার্টিনেজের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২০ সালে আর্সেনালের বেঞ্চের গোলরক্ষককে প্রথম পছন্দের গোলরক্ষক হিসেবে প্রমোশন দিয়েছিল অ্যাস্টন ভিলা। এরপর জাতীয় দলে নিয়মিত হয়েছেন, কোপা আমেরিকা ও কাতার বিশ্বকাপ জিতেছেন এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। অ্যাস্টন ভিলার ভক্তরাও খুব সম্মানের চোখে দেখতেন মার্টিনেজকে। স্প্যানিশ কোচ উনাই এমেরির প্রিয় ছাত্রও ছিলেন। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স লিগ চলাকালে কোচের সঙ্গে ছোটখাটো মনোমালিন্যে ভিলা পার্কে লিগ মৌসুমের শেষ ম্যাচে ক্লাব ছাড়ার ঘোষণা দেন আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক এমি।

ভেবেছিলেন- বড় কোন ক্লাবে যেতে পারবেন। বিশ্বকাপ ও কোপা আমেরিকা জয়ী গোলরক্ষক বলে কথা। নিয়মিত চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ক্লাবে যাওয়ার ইচ্ছের কথাও সেসময় বলেছিলেন এমি। গুঞ্জন রটেছিল- বার্সেলোনা, পিএসজি, চেলসি তার দিকে নজর রাখছে। এরপর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের গুঞ্জন আসে।

শেষ পর্যন্ত ওই ম্যানইউ-এর দিকে তাকিয়ে ছিলেন দিবু। ইংল্যান্ডের ফুটবলে গ্রীষ্মকালীন দলবদলের দরজা বন্ধ হওয়ার আগ মুহূর্তে ম্যানইউ তার সঙ্গে চুক্তির বিষয়ে আলোচনাও করছিল। চুক্তি প্রায় হয়েই গিয়েছিল। যে কারণে আন্তর্জাতিক বিরতির আগের ম্যাচে মার্টিনেজকে একাদশে রাখা হয়নি।

কিন্তু শেষ মুহূর্তে ওই চুক্তির আলোচনা ভেস্তে যায়। ম্যানইউ মার্টিনেজের সঙ্গে একরকম 'প্রতারণা' করে এন্তেরিপের ২৩ বছর বয়সী বেলজিয়াম গোলরক্ষক সেনে লেমন্সের সঙ্গে চুক্তি করে।

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে যাওয়ার স্বপ্ন ভেস্তে যাওয়ার পর গুঞ্জন উঠে, তুরস্কের লিগে গালাতাসারায়ে যেতে পারেন মার্টিনেজ। তবে মার্টিনেজ তাতে সায় দেয়নি। তাই ফিরলেন অ্যাস্টন ভিলার জার্সিতে। ফিরেই দুর্দান্ত এক ম্যাচ খেললেন আর্জেন্টাইন এই তারকা। প্রিমিয়ার লিগে এভারটনের মাঠে ভিলাকে রক্ষা করেছেন একের পর এক সেভে। গোলশূন্য ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়লেও তার প্রত্যাবর্তনে খুশি ভিলা কোচ উনাই এমেরি।

ম্যাচ শেষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মার্টিনেজ লিখেছেন, 'যখন আমি জার্সির বুকে প্রতীক (ক্লাব বা দেশের ক্রেস্ট/লোগো) পরি, তখন আমি নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েই খেলি।'

মার্টিনেজকে নিয়ে কথা বলেছেন অ্যাস্টন ভিলা কোচ উনাই এমেরিও। তিনি বলেছেন, 'ওর পরিস্থিতি সামাল দিতে আমাদের কষ্ট হয়েছে। তবে আমাদের অনুভূতিগুলোকে এখন ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। আর দলের সম্মিলিত লক্ষ্যকেই সামনে রাখতে হবে। আজ ওর ফিরে আসাটা ছিল দুর্দান্ত।'

রুডিগারকে নিয়ে দুঃসংবাদ পেল রিয়াল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আন্তোনিও রুডিগারকে নিয়ে বড় দুঃসংবাদ পেল রিয়াল মাদ্রিদ। গতকাল অনুশীলনে বাঁ পায়ের মাংশপেশিতে চোট পান এই জার্মান ডিফেন্ডার।

ক্লাবের সূত্রের বরাত দিয়ে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম এএসের খবর, রুডিগারের চোট 'সিরিয়াস'।

ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, প্রায় দুই মাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে রুডিগারকে। তবে এএস ও মার্কার দাবি, মাঠে ফিরতে আরেকটু বেশি সময় লাগবে ৩২ বছর বয়সী এই সেন্টারব্যাকের। স্পেনের এ দুই সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ১০ থেকে ১২ সপ্তাহ মানে আড়াই থেকে প্রায় তিন মাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে রুডিগারকে। গত জুনে জাবি আলোনসো রিয়াল কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর তার সময়ে এটাই প্রথম বড় ধরনের চোটের ঘটনা।

রুডিগারের আঘাতের জায়গায় স্ক্যান করে রিয়ালের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে বলা হয়, 'রেক্টাস ফেমোরিস মাসলে চোট পেয়েছেন।'

এএস জানিয়েছে, আঘাত পাওয়া জায়গায় ফোলা কমলে তাঁর আরও কিছু পরীক্ষা করা হবে। এতে আঘাত কতটা মারাত্মক, তা বুঝতে পারবে রিয়ালের মেডিকেল টিম। তখন বোঝা যাবে, রুডিগারকে ঠিক কত দিন মাঠের বাইরে থাকতে হবে। আপাতত প্রাথমিকভাবে ক্লাব মনে করছে, মাঠে ফিরতে রুডিগারকে অন্তত ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

বিশ্বের নতুন দ্রুততম মানবী জেফারসন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিশ্ব অ্যাথলেটিকসে উঠল এক নতুন তারকার নাম মেলিসা জেফারসন উডেন। টোকিওতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে মেয়েদের ১০০ মিটার স্প্রিন্টে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে স্বর্ণ জিতে নিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের এই ২৪ বছর বয়সী অ্যাথলেট। সময় নিয়েছেন মাত্র ১০.৬১ সেকেন্ড।

এই সময়ের মধ্যে এর আগে কখনও কোনো নারী অ্যাথলেট বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ১০০ মিটার ইভেন্টে সোনা জিততে পারেননি। শুধু তাই নয়, এটিই এই ইভেন্টের ইতিহাসে চতুর্থ দ্রুততম টাইমিং।

রেসে দ্বিতীয় হয়েছেন জ্যামাইকার তরুণ প্রতিভা টিয়া ক্লেটন। তিনি সময় নিয়েছেন ১০.৭৬ সেকেন্ড। তৃতীয় স্থানে থেকে ব্রোঞ্জ জিতেছেন সেন্ট লুসিয়ার অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন জুলিয়েন আলফ্রেড, তার সময় ছিল ১০.৮৪ সেকেন্ড।

এবারের প্রতিযোগিতায় জেফারসন-উডেন এবং আলফ্রেডের মধ্যেই

হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের প্রত্যাশা ছিল। কারণ মৌসুমের শুরু থেকেই দ্রুততম টাইমিং ছিল যুক্তরাষ্ট্রের এই স্প্রিন্টারেরই। যদিও হিট পর্বে আলফ্রেড ছিলেন এগিয়ে তাঁর সময় ছিল ১০.৯৩ সেকেন্ড, যেখানে জেফারসন-উডেন সময় নেন ১০.৯৯ সেকেন্ড। কিন্তু মূল ফাইনালে সব হিসাব উল্টে দিয়ে ইতিহাস গড়লেন জেফারসন-উডেন।

বিশ্ব মঞ্চে এই ইভেন্টে নিজের শেষ দৌড়ে অংশ নিয়েছিলেন জ্যামাইকার কিংবদন্তি শেলি-অ্যান ফ্রেজার-প্রাইস। শেষবারের মতো ট্র্যাকে নেমে তিনি সময় নিয়েছেন ১১.০৩ সেকেন্ড।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR